এই আমাদের বধ্যভূমি
শবরী ঘোষ

আমায় তুমি খুন করেছো সহস্র বার
আমায় তুমি খুন করেছো, বাঁচবে বলে;
আমি যখন রক্তস্রোতে ঝাপটে মরি
তুমি তখন ব্যাধের চেয়েও সহজ ছিলে।

তোমায় আমি খুন করেছি সহস্র বার
তোমায় আমি খুন করেছি, বাঁচব বলে
তুমি এখন পুনর্জন্মে উষ্ণ, মাতাল
খুনীর গহন যন্ত্রণাকেই লজ্জা দিলে।

এই আমাদের খুনোখুনির রক্তজমাট বধ্যভূমি—
এর নিচে কি সেই পুরাতন পদাবলীর মৃত্যু হবে
একদিন যে রক্তমাংসে অমরতার পাঞ্জা দিল,
খুন হবে কি সে শাশ্বত — হে নির্লিপ্ত বধ্যভূমি!

সত্তর দশক
সোমেন ঘোষ

সে এক আশ্চর্য জীবন যাপনের কথা।
শুনিয়েছিলেন হরু ঠাকুর
নানারকম সাম্রাজ্যের কথা শুনে
হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নেমে এসেছিল
সোনালী রঙের অ্যানাকোন্ডা।
হার্মোনিয়মের বাক্‌সে লুকিয়ে থাকতে
দ্বান্দিক বস্তুবাদের পুরনো পুঁথি

সে এক আশ্চর্য জীবন যাপনের কথা
শুনিয়েছিলেন হরু ঠাকুর
প্রতিটি জানালার ছোটবড় রঙের ফাঁকে
তাক করে আছে তৎকালীন থ্রি নড থ্রি।
‘সাম্রাজ্যবাদ’ নামক যৌগিক শব্দের ওপর
থুতু ফেলছে কলকাতার নিরন্তর জনগণ।
কাঁচাগোল্লা খাওয়ার লোভে বনগাঁ যেতে
দ্বিধা করেনি গেঁড়ি গুগলি শামুকের দল।

সে এক আশ্চর্য জীবন যাপনের কথা
মনে হয় মেসোজয়িক নিরাভরণ উত্তেজনা
মনে হয় জৈব সারের উপকারিতার আলোচনা
মনে হয় দুপুরে বৌ-ঝিদের বিন্তি খেলার জোচ্চুরি
যেন সব পেয়েছির আসর থেকে
নির্বিবাদে বেরিয়ে আসছে স্বপন বুড়ো

কি করেছে সেটা বড় কথা নয়
কি করতে পারত অথচ করেনি
সেটাই আশ্চর্য জীবনযাপনের বড় কথা।